দৈনিক ইত্তেফাক

৭|১১|২০০১

৩ ২

সেশনজটের কবলে পড়িয়া ছাত্র-ছাত্রীরা বিপাকে

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বছরে ১০ ছাত্র খুন ॥ আহত ৫ শতাধিক

চট্টগ্রাম ভার্সিটি হইতে সংবাদদাতা ॥ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বৎসরে অর্ধশতাধিক ছাত্রসংঘর্ষে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের ১০ জন ছাত্র খুন ও ৫ শতাধিক ছাত্র আহত হইয়াছে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় ১১ মাস। ৪ বার ক্লাস বন্ধ করিয়া দিয়া হলগুলি খালি করা হইয়াছিল। গত ১০ বৎসরে ৫টি অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাকা ধর্মঘটের মধ্যে ৩টি ছিল শিবিরের। ধর্মঘট ও অনির্দিষ্টকালের বন্ধের কবলে পড়িয়া হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাজীবন সেশনজটে আটকা পড়িয়াছে। ১৯৮৬ সালে জাসদ ছাত্রলীগের নেতা হামিদের হাত কর্তনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রশিবিরের উত্থান ঘটে। এই সময়ে ছাত্রলীগের একটি গ্রুপ ছাত্রশিবিরকে পরোক্ষ সহযোগিতা দিয়াছিল হামিদকে ঠেকাইবার জন্য। পরে ১৯৯০ সালে চাকসু নির্বাচনে ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র ইউনিয়ন, ছাত্র ফ্রন্টসহ সকল ছাত্র সংগঠন মিলিয়া শিবিরকে নির্বাচনে হারাইয়া দেয়। নির্বাচনে হারিয়া গেলেও শিবির সন্ত্রাসীরা ক্যাম্পাসে আধিপত্য বজায় রাখে। সেই সময় শিবিরের হাতে খুন হয় ছাত্রফ্রন্ট সমর্থক মোহাম্মদ ফারুক। শিবিরের দখলদারিত্বের এক পর্যায়ে ১৯৯৪ সালে শিক্ষক পুত্র, ছাত্রদল নেতা নুরুল হুদা মুসা খুন হয়। মুসা হত্যার পর বিশ্ববিদ্যালয় প্রায় ৪ মাস অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ছিল। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসে নিয়ন্ত্রণ নিতে চাহিলে শিবিরের সহিত বার বার সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। ১৯৯৭ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশন চত্বরে ছাত্রলীগ-শিবির বন্দুক যুদ্ধে আমিনুল ইসলাম বকুল নিহত হয়। বকুল তাহাদের কর্মী বলিয়া ছাত্রলীগ দাবী করে। এই ঘটনার পর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৫৬ দিন। ১৯৯৮ সালের ২৬শে এপ্রিল ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে ভয়বহ সংঘর্ষে উভয়পক্ষের অর্ধশতাধিক আহত হয়। ছাত্রলীগের হামলার মুখে শিবির হটিয়া গেলে ২৮শে এপ্রিল ছাত্রলীগ শাহ্ আমানত ও শাহ্ জালাল হল দখল করিয়া নেয়।পূর্বে সকল হলের নিয়ন্ত্রণ ছিল শিবিরের হাতে। দুইটি হল হইতে বিতাড়িত শিবির সমর্থকরা '৯৮ সালের ৬ই মে গভীর রাত্রে শাহ্ আমানত হলে হামলা চালাইলে অন্তত: ২০ জন আহত হয়। এই ঘটনায় ভর্তিচ্ছু ছাত্র আইয়ুব আলী নিহত হয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় জুন পর্যন্ত বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিবিরের অবরোধ চলাকালীন খুন হয় ছাত্র ইউনিয়নের সমর্থক অপাপাত্র ও শিক্ষক পুত্র মুশফিকুর রহমান। ইহার পর ১৯৯৯ সালের ১৫ই মে শিবির নেতা জোবায়ের হোসেনকে ছাত্রলীগ কর্মীরা অপহরণ করিয়া হত্যা করে। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল প্রায় ১ মাস। পরে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রিত আমানত হলে নিজের বন্দুকের গুলীতে খুন হয় ছাত্রলীগ নেতা সাইফুল আলম।

১৯৯৯ সালের ১২ই আগষ্ট ছাত্রলীগের আ, জ, ম নাসির ও মামুন গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে কমপক্ষে ৩৫ জন আহত হয়। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৪৮ দিন। একই বৎসর ১৯শে ডিসেম্বর ক্যাম্পাসে আধিপত্য বিস্তার নিয়া ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘটিত বন্দুকযুদ্ধে শিবির সমর্থক রহীমুদ্দিন ও মাহমুদুল হাসান গুলীবিদ্ধ হইয়া নিহত হয়। এই ঘটনার পরে শিবির-ছাত্রদলসহ সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্যের ডাকা অবরোধে বিশ্ববিদ্যালয় অচল ছিল সাড়ে ৪ মাস। ইহার পরে সংঘর্ষ হয় চলতি বৎসরের ১৩ই আগষ্ট। এই দিন ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে অন্তত: ২৫ জন ছাত্র আহত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল ৫৬ দিন। গত ৭ই অক্টোবর বিশ্ববিদ্যালয় খুলিবার পর গত শনিবারেও ছাত্রলীগ ও শিবিরের মধ্যে সংঘর্ষে উভয়পক্ষের ১২ জন আহত হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত ১০ বৎসরে অর্ধ শতাধিক ছাত্র সংঘর্ষে ৫ শতাধিক আহত হইয়াছে। থানায় মামলা হইয়াছে আড়াই ডজন। অবরোধ কিংবা ধর্মঘট হইয়াছে ৫ বার। অবরোধ, ধর্মঘট ও অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধের ফলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা জীবন সেশনজটের কবলে পড়িয়াছে। ফলে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতেছে।